দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২ ...

# এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনায় উপদেষ্টাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে

## সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনার জন্য উপদেষ্টাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে পুরো তালিকা বাতিল করতে পারেন। অথবা বাড়াতে-কমাতেও পারেন। এখন তিনি কি করবেন তিনিই জানেন। তিনি তালিকা চূড়ান্ত করে আমাদের কাছে দিলেই আমরা এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবো। গতকাল (সোমবার) শিক্ষামন্ত্রী তার সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে একথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এমপিও তালিকা করেছি আবার আমরা পর্যালোচনা করলে হয়তো অনেক ভুল ধরা নাও পড়তে পারে। তাই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা উপদেষ্টার হাতেই পর্যালোচনার দায়িত্ব দিয়েছি। সাত দিনের মধ্যে এমপিও চূড়ান্তের অনুরোধ উপদেষ্টাকে জানানোর বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাত দিন নিয়ে কেন এত আলোচনা হচ্ছে, তা বুঝি না। আন্দাজ করে একটা সময় বলেছি। এর মধ্যে দু'-একদিন স্বাভাবিকভাবেই এদিক-ওদিক হতে পারে। শিক্ষামন্ত্রণালয় যা সাত মাসে পারেনি আমি কিভাবে তা সাতদিনে করবো- পত্রিকায় প্রকাশিত উপদেষ্টার এমন বক্তব্যকে ইঙ্গিত করে নাহিদ বলেন, আমরা ৭ মাসে নয় মাত্র ৩ সপ্তাহে এমপিও তালিকা চূড়ান্ত করেছি। এখন তাদের পর্যালোচনা করতে সময় লাগার কথা না। সবকিছু প্রস্তুত করাই আছে। এখন শুধু কোনটা রাখা হবে কোনটা হবে না এ সিদ্ধান্ত নিলেই হবে। উপদেষ্টা ও তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা সবকিছুতে একমত। আমার করা বিভিন্ন প্রস্তাবের বিষয়ে তিনি কোন-দ্বিমত পোষণ করেননি। নাহিদ আরো বলেন, নিয়ম-নীতি মেনে কাজ করলে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হবেনই। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে।

পৃঃ ২ কঃ ১

### এমপিওভুক্তির তালিকা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

তবে কিছু সমস্যাও হয়ে থাকতে পারে। এজন্য চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওপ্রাপ্তির বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যে একটির এমপিও বাতিলও করা হয়েছে।

গত ৭ মে প্রকাশিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত নতুন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা। এবার মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক হাজার ২২টি। তালিকা প্রকাশের পরপরই আলোচনার জন্ম হয়। বলা হয়, আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিদের তদবির করা কোন প্রতিষ্ঠান এমপিও পাননি। বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গড়া প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে, এমনকি এমপিও প্রদানে নীতিমালা মানা হয়নি বলেও অভিযোগ তোলা হয়। পরে ১০ মে মন্ত্রী পরিষদের সভায়ও প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে এমপিও তালিকা ফের যাচাই-বাছাই করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দেন। প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী তালিকা পর্যালোচনা করে গত ১৬ মে পুরো দায়িত্ব উপদেষ্টা আলাউদ্দিনের হাতে তুলে দেন। ১৭ মে শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টাকে ৭ দিনের মধ্যে এমপিওভুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। চিঠিতে চলতি অর্থবছরের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারলে এমপিওভুক্তির আদেশপ্রাপ্ত ১ হাজার ২২ টি প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হবে এবং ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩ থেকে ১৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীও আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলেও শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।